নারায়ণ ভাস্কর খারে

বনাম

ভারতের নির্বাচন কমিশন

(এবং সংযুক্ত পিটিশন)

(প্রধান বিচারপতি - এস.আর. দাস, বিচারপতিগণ - ভগবতী, জাফর ইমাম, এস. কে. দাস, জে. এল. কাপুর, গজেন্দ্রগাদকর এবং এ. কে. সরকার)

রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন-সংশয় এবং বিতর্কের নির্বাচন এই জাতীয় নির্বাচনের এখতিয়ার এবং সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা, কখন ব্যবহার করা যেতে পারে-নির্বাচন', ভারতের সংবিধানের অর্থ, অনুচ্ছেদ ৭১, ৬২ রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ সালের XXXI), ধারা ১৪।

আবেদনকারীরা ভারতের সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে সাধারণ নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের যথার্থতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭১(১) অধীনে দায়ের করা আবেদনের মাধ্যমে। ভারতের নাগরিক হিসাবে এই ধরনের সন্দেহের তদন্ত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার এবং ক্ষমতার আহ্বান জানিয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে নির্বাচন কমিশনকে ভোট গ্রহণ থেকে বিরত রাখার আদেশ চেয়েছে, হিমাচল প্রদেশের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং পাঞ্জাব রাজ্যের দুটি লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত, যা এখনও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, ৬ মে ১৯৫৭-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। ১৯৫৭ সালের ১২ মে মধ্যরাতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। আবেদনকারীদের একজন অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন এবং সময়ের মধ্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। যে তারিখে তিনি তার মনোনয়নপত্রটি পেয়েছিলেন এবং এটি দাখিলের জন্য নির্ধারিত তারিখটি খুব কম ছিল যাতে তিনি সময়ের মধ্যে এটি ফাইল করতে সক্ষম হন এবং অন্যটির ক্ষেত্রে তিনি একটি থেকে লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন। পাঞ্জাব নির্বাচনী এলাকা, যেখানে নির্বাচন এখনও অনুষ্ঠিত হয়নি, এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়া হবে।

আদেশ, বর্তমান পিটিশনগুলি ছিল অকাল এবং খারিজ করা আবশ্যক।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭১(১) মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টকে প্রদত্ত এখতিয়ার ও ক্ষমতা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে উদ্‌ভূত সন্দেহ ও বিরোধের অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র নির্দিষ্ট

প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করার পরে এবং একটি নির্বাচনী পিটিশনে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইনের ধারা ১৪ এর অধীনে দায়ের করা হয়েছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭১ 'নির্বাচন' শব্দটি বৃহত্তর অর্থে নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হলে এবং এই জাতীয় নির্বাচনের ফলে এবং এর সাথে সম্পর্কিত সন্দেহ এবং বিরোধের মধ্যে অবশ্যই এর যে কোনও নির্দিষ্ট পর্যায়ে সম্পর্কিত সমস্ত সন্দেহ এবং বিরোধ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৩-৮১ এস.সি. ভারত/৫৯

এন.পি. পোন্নুস্বামী বনাম রিটার্নিং অফিসার, নামাক্কল নির্বাচনী এলাকা, (১৯৫২) এস.সি.আর. ২১৮, উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি নির্বাচনের আইনের একটি স্বীকৃত নীতি যে সাধারণভাবে এবং শিল্পে জনগণের স্বার্থের অবমাননা করে ব্যক্তিগত অভিযোগের বায়ু চলাচলের সুবিধার্থে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬২ তে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অবশ্যই তার দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং এই জাতীয় স্বার্থে ধারণা করা হয়েছে, চরিত্রগতভাবে বাধ্যতামূলক।

মূল বিচার বিভাগ: ১৯৫৭ সালের পিটিশন নং ৬৩ এবং ৬৪।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত সন্দেহের ব্যাখ্যার জন্য ভারতের সংবিধানের ৭১(১) অনুচ্ছেদের অধীনে পিটিশন।

আর.ভি.এস. মণি এবং আই.আর.ভি. শাস্ত্রী, ১৯৫৭ সালের পিটিশন নং ৬৩-এ আবেদনকারীর জন্য।

আর. পট্টনায়েক, ১৯৫৭ সালের পিটিশন নং ৬৪-এ আবেদনকারীর পক্ষে।

এম.সি. সেটালভাদ, ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল, জিএন জোশী, পোরাস এ. মেহতা এবং আর. এইচ. ধেবর, উভয় পিটিশনে উত্তরদাতাদের (ক্যাভেটর) পক্ষে।

১৯৫৭ সালের ৩ মে: আদালতের রায় প্রদান করা হয়

প্রধান বিচারপতি দাস -উপরের পিটিশনের আবেদনকারীরা এই আদালতকে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭১(১) দ্বারা এবং এর অধীনে অর্পিত এখতিয়ার এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য আবেদন করেছেন এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত একটি "গুরুতর সন্দেহ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া উল্লিখিত নির্বাচন যা ৬ মে, ১৯৫৭-এর জন্য স্থির করা হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্ত রাজ্যে লোকসভা এবং বিধানসভার সমস্ত নির্বাচন যথাযথভাবে সম্পন্ন করার পরে এটি অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সহ। প্রথম প্রধান পিটিশনটি ২৬ এপ্রিল ১৯৫৭ এবং দ্বিতীয়টি ২৯ এপ্রিল, ১৯৫৭ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছিল। উল্লিখিত প্রতিটি পিটিশনের সাথে একটি দেওয়ানী বিবিধ পিটিশন দাখিল করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট স্থগিত করা হয় ৬ মে, ১৯৫৭-এর জন্য। প্রথম প্রধান পিটিশনে রিটার্নিং অফিসারকে পক্ষ করা হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় পিটিশনে তাকে বিবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল নির্বাচন কমিশনের পক্ষে হাজির হয়েছেন এবং নোটিশের পরিষেবা মুকুব করেছেন। তাই আমরা আমাদের সামনে সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তি করতে পারি।

শীঘ্রই নিম্নলিখিত হিসাবে বিবৃত হতে পারে যে উপাদান তথ্য হিসাবে কোন বিরোধ নেই:

হিমাচল প্রদেশের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ব্যতীত ভারতের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সাধারণ নির্বাচনের পরে, যা লোকসভায় চার সদস্যকে ফেরত দেয় এবং পাঞ্জাব রাজ্যের দুটি নির্বাচনী এলাকায়, পুরানো লোকসভা ভেঙে দেওয়া হয়। ৪ এপ্রিল, ১৯৫৭ এবং নতুন লোকসভা ৫ এপ্রিল, ১৯৫৭-এ গঠিত হয়েছিল, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা ৭৩ (১৯৫১ সালের XLIII) এর অধীন। প্রয়োজন হিসাবে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ সালের XXXI) এর ধারা ৪ দ্বারা , নির্বাচন কমিশন ১৬ এপ্রিল, ১৯৫৭ তারিখে মনোনয়ন দেওয়ার শেষ তারিখ হিসাবে, ১৭ এপ্রিল, ১৯৫৭ তারিখ হিসাবে নিয়োগ করে সরকারী গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ের জন্য, ২০ এপ্রিল, ১৯৫৭, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ হিসাবে ৬ মে, ১৯৫৭, ভোটগ্রহণের তারিখ হিসাবে এবং ১০ মে, ১৯৫৭, ভোট গণনা এবং ঘোষণার তারিখ হিসাবে ফলাফল। বর্তমান রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ১২ মে, ১৯৫৭-এর মধ্যরাতে শেষ হওয়ার কথা। উপরোক্ত সময়সূচি ঠিক করার কারণ স্পষ্টতই ছিল যে বর্তমান রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন করা উচিত।

নতুন লোকসভা গঠনের বিজ্ঞপ্তি ৭ এপ্রিল, ১৯৫৭ সালে প্রেসে প্রকাশিত হওয়ার পরে, আবেদনকারী প্রথম আবেদনে নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র সরবরাহের জন্য আবেদন করেছিলেন,

যা তিনি অবশেষে ১০ এপ্রিল ১৯৫৭ দুপুরে নাগপুরে পেয়েছিলে, এর ফলে নয়াদিল্লিতে রিটার্নিং অফিসারের সামনে মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য পাঁচ দিন সময় বাকি ছিল। আবেদনকারী দাখিল করেছেন যে সময় খুব কম ছিল এবং সময়ের অভাবে তাকে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। সে ভারতের নাগরিক হিসাবে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য "ইচ্ছুক প্রার্থী" হিসাবে আবেদনটি দাখিল করেছেন৷

দ্বিতীয় পিটিশনের আবেদনকারী হিন্দু মহাসভার সদস্য এবং পাঞ্জাব রাজ্যের কাংড়া সংসদীয় আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি ২৮ জানুয়ারী, ১৯৫৭ তারিখে তার মনোনয়নপত্র দাখিল করেন, কারণ মূলত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ তারিখে ওই আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে, ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে এবং ২ জুন, ১৯৫৭ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি পিটিশন দাখিল করেছেন। ভারতের একজন নাগরিক হিসাবে এবং লোকসভার সম্ভাব্য সদস্য হিসাবে এবং দাবি করেছেন যে যদি ৬ মে, ১৯৫৭ তারিখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবে তিনি ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য তার ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। তিনি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগও করেছেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৬ এর অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তার পদে প্রবেশ করার তারিখ থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদে পদে অধিষ্ঠিত হন। উচ্চ পদের বর্তমান দায়িত্বশীল ব্যক্তি ১২ মে, ১৯৫২-এ তাঁর অফিসে প্রবেশ করেন এবং ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, তাঁর মেয়াদ ১২ মে, ১৯৫৭-এর মধ্যরাতে শেষ হবে৷ ধারা ৬২(১) স্থায়ীভাবে নির্বাচনের প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণের জন্য মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সম্পন্ন করতে হবে। সংবিধানের এই স্পষ্ট বাধ্যতামূলক বিধানটি মনে রাখা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে তা নিশ্চিত করার জন্য, আমাদের অনুচ্ছেদ ৫৪ ফিরে যেতে হবে যা এভাবে চলে:

"৫৪. রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচনী কলেজের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন যার মধ্যে রয়েছে-

(ক) সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ; এবং

(খ) রাজ্যগুলির আইনসভার নির্বাচিত সদস্যরা।"

একদিকে বলা হয় যে ইলেক্টোরাল কলেজ হল সেই সদস্যদের নিয়ে গঠিত যারা ধারা (ক) এবং

(খ), যারা গুরুত্বপূর্ণ তারিখে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ যে তারিখে নির্বাচন হবে। ধরা যাক, বলা হয়, সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এটা হিসাবে অনুচ্ছেদ ৬২(২) দ্বারা চিন্তা করা ক্ষেত্রে ভাল করতে পারে এবং ধরুন সংসদে বা এক বা একাধিক রাজ্যের আইনসভায় শূন্যপদ রয়েছে, অবশ্যই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুচ্ছেদ ৬২(১) দ্বারা প্রয়োজনীয়। বিদায়ী রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে শূন্যপদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বহাল রাখা যাবে না। অন্যদিকে এটা দাবি করা হয় যে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরে ইলেক্টোরাল কলেজ গঠন করা উচিত এবং উভয় বিভাগের মধ্যে পড়া সমস্ত নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত। যেহেতু হিমাচল প্রদেশে এবং পাঞ্জাব রাজ্যের দুটি নির্বাচনী এলাকায় মোটেও নির্বাচন হয়নি, সেই সদস্যরাও নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী কলেজ গঠন করা যাবে না। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে যদিও বর্তমান অনুষ্ঠানে হিমাচল প্রদেশের মাত্র চারজন সদস্য এবং পাঞ্জাব রাজ্যে মাত্র দুইজন সদস্য নির্বাচিত হননি, তা সত্ত্বেও, যদি আবেদনকারীদের আপত্তি এখন কোন পক্ষই শুনা না হয়। ক্ষমতা ভবিষ্যতে বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচন স্থগিত করে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারে, যেখানে এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়ার আশা করতে পারে না। কথিত আছে যে ২৮ মার্চ, ১৯৫৭ তারিখে তৎকালীন লোকসভার কিছু সদস্য ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে নির্বাচন শেষ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিপদ এবং অনৈতিকতা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। উভয় আবেদনকারী একই মত পোষণ করেন এবং দাবি করেন যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে "গুরুতর সন্দেহ" দেখা দিয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ৭১ এর অধীনে এই জাতীয় সন্দেহ অবশ্যই থাকা উচিত, তদন্ত এবং এই আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পিটিশনকারীদের পক্ষ থেকে যে চরম বিরোধটি উপস্থাপন করা হয়েছে তা হল যে সন্দেহটি ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত কিনা বা এটি ভাল, খারাপ বা উদাসীন কিনা তা বিবেচ্য নয়; কোনো সন্দেহ দেখা দিলেই এই আদালত তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য এবং কোনো নাগরিক তা সমাধানের জন্য এই আদালতের সামনে নিয়ে আসে। এই মামলার উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের জন্য এই আবেদনগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট বিরোধের যোগ্যতার উপর কোন মতামত প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই, একটি সংকীর্ণ প্রাথমিক ভিত্তিতে ভালভাবে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৭১ (১) নিঃসন্দেহে এই আদালতকে "রাষ্ট্রপতি বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে বা এর সাথে সম্পর্কিত সকল সন্দেহ এবং বিরোধ" অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার এবং ক্ষমতা প্রদান করে এবং এই আদালতকে তদন্ত করতে হবে এবং একই সিদ্ধান্ত নিন। কিন্তু প্রশ্ন হল সংবিধানে এমন কিছু আছে কি না যে সময় এবং পদ্ধতিতে এই ধরনের সন্দেহ ও বিরোধ অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অনুচ্ছেদ ৩২৪ অধীনে এই সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদের নির্বাচনের জন্য সংসদ এবং প্রতিটি রাজ্যের আইনসভার নির্বাচন এবং পরিচালনার জন্য ভোটার তালিকা তৈরির তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ সংসদ এবং রাজ্যগুলির আইনসভাগুলির নির্বাচনের ফলে বা সম্পর্কিত সন্দেহ ও বিরোধের সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের নিয়োগ নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে। এটি লক্ষ্য করা হবে যে অভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন "নির্বাচন থেকে বা তার সাথে সম্পর্কিত সন্দেহ এবং বিরোধ" যা অনুচ্ছেদ ৭১ (১) পাওয়া যায়। অনুচ্ছেদ ৩২৭ দ্বারা সংসদ বা রাজ্যগুলির আইনসভাগুলির "নির্বাচন সম্পর্কিত বা সম্পর্কিত" সমস্ত বিষয়ে বিধান করার জন্য সংসদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। অনুচ্ছেদ ৩২৯ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিধান করে যে, এই সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, সংসদের হাউস বা কোনও রাজ্যের আইনসভার কোনও নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে না, এই ধরনের কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপিত নির্বাচনী পিটিশন ছাড়া এবং যেভাবে সরবরাহ করা যেতে পারে যথাযথ আইনসভার দ্বারা প্রণীত কোনো আইন দ্বারা বা অধীনে। এইভাবে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য, সংসদ জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ প্রণয়ন করে, যেখানে নির্বাচন কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং কীভাবে এবং কী কারণে এই জাতীয় নির্বাচনগুলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যেতে পারে তা সরবরাহ করে। এটি "এই জাতীয় নির্বাচনের কারণে বা এর সাথে সম্পর্কিত সন্দেহ এবং বিরোধ" এর সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল নামে একটি বিশেষ ফোরামও গঠন করে। এন. পি. পন্নুস্বামি বনাম রিটার্নিং অফিসার, নাম্মাক্কাল কন্সতিতুএন্সি কনষ্টিটুয়েন্সি (১) তে সেই আসনের রিটার্নিং অফিসার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন

(১) (১৯৫২) এস. সি. আর. ২১৮।

আপিলকারীর মনোনয়নপত্র। এরপর আপীলকারী সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আবেদন করেন। রিটার্নিং অফিসারের মনোনয়নপত্র বাতিলের আদেশ বাতিল এবং প্রকাশের বৈধ মনোনয়নের তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি রিট করা হয়েছে। মাদ্রাজ হাইকোর্ট আবেদনটি খারিজ করে দেয় এবং আপীলকারী এই আদালতে আপিল নিয়ে আসে। পূর্ণাঙ্গ আদালত অনুচ্ছেদের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে তা ধার্য করেন। সংবিধানের ৩২৯ (খ) এবং ১৯৫১ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮০ ধারায় রিটার্নিং অফিসারের আদেশে হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার হাইকোর্টের ছিল না। অনুচ্ছেদ ৩২৯ (খ)-এ ঘটছে "নির্বাচনী পিটিশন ব্যতীত কোন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে না" শব্দগুলিকে কেন্দ্র করে আপিলের মূল বিতর্ক। বেশিরভাগ এই আদালতের দ্বারা নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল অনুচ্ছেদ ৩২৯ (খ) "নির্বাচন" শব্দের অর্থ দেওয়া। এই আদালত ২২৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন:

"এই শব্দটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সাথে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করেছে, এটি একটি বিস্তৃত এবং সংকীর্ণ উভয় অর্থই অর্জন করেছে। সংকীর্ণ অর্থে, এটি একটি প্রার্থীর চূড়ান্ত নির্বাচন বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যা আলিঙ্গন করতে পারে। ভোটের ফলাফল যখন ভোট হয় বা কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রত্যাবর্তন করা হয় তখন ব্যাপক অর্থে, এই শব্দটি পুরো প্রক্রিয়াটিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যা একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করে।"

: শ্রীনিবাসলু বনাম কুপ্পু-স্বামী(১) এবং সত নারায়ণ বনাম হনুমান প্রসাদ(২) এবং ইংল্যান্ডের হালসবারির আইন, ২য় সংস্করণ, ভলিউম ১২, পৃষ্ঠা ২৩৭-এর একটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করার পরে, এই আদালত এই মতামত গ্রহণ করেছে যে "নির্বাচন" শব্দটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং যা বেশ কয়েকটি পর্যায় নিয়ে গঠিত এবং অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে কিছু প্রক্রিয়ার ফলাফলের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাই এটিকে বিবেচনায় রেখে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৯ (খ) এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৮০ ধারায় হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করার কোনো এখতিয়ার ছিল না

(১) এ. আই. আর. (১৯২৮) ম্যাদ্রাস ২৫৩, ২৫৫। (২) এ. আই. আর. (১৯৪৫) লাহর. ৮৫।

২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিটার্নিং অফিসারের আদেশ। এই ধরনের আদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করার একমাত্র উপায় ছিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৯(খ) বর্ণিত। এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৮০ ধারা, এবং এটি কেবলমাত্র নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপিত একটি নির্বাচনী পিটিশনের মাধ্যমে করা যেতে পারে যখন নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়াটি একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। এই ধরনের নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করা হলে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল "নির্বাচন থেকে বা এর সাথে সম্পর্কিত সকল সন্দেহ ও বিরোধ" তদন্ত করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য থাকবে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার যে পর্যায়ে "সন্দেহ এবং বিরোধ" সম্পর্কিত তা নির্বিশেষে। " আমরা এখন অনুচ্ছেদ ৭১ নির্মাণ যোগাযোগ এই আদালতের রায়ের আলোকে।

ইতিমধ্যে অনুচ্ছেদ ৭১(১) নির্দেশিত হিসাবে এই আদালতকে "রাষ্ট্রপতি বা ভাইস-প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের কারণে বা তার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সন্দেহ এবং বিরোধ" অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার এবং ক্ষমতা প্রদান করে। প্রশ্ন হল: এই অনুচ্ছেদে বা এর মধ্যে আছে কি? সংবিধানের অন্য কোন অংশে বা অন্য কোথাও এই ধরনের তদন্ত কখন হবে সে বিষয়ে কোন ইঙ্গিত আছে? প্রথম স্থানে, অনুচ্ছেদ ৭১ একটি "প্রেসিডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্টের নির্বাচন" পোষন করে এবং এই ধরনের নির্বাচনের কারণে বা তার সাথে সম্পর্কিত সন্দেহ ও বিরোধের তদন্তের ব্যবস্থা করে। এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত "নির্বাচন" শব্দের অর্থ কী? আমরা যদি "নির্বাচন" শব্দটিকে দেই। অনুচ্ছেদ ৭১(১) ঘটছে একই বিস্তৃত অর্থ যা সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটিয়ে একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়, তারপর স্পষ্টভাবে তদন্ত করতে হবে এই ধরনের সম্পূর্ণ নির্বাচনের পরে, অর্থাৎ একজন প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি বা উপ-নির্বাচিত ঘোষণা করার পরে। ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি আমরা কোন কারণ দেখি না কেন এই গৃহীত অর্থ সমালোচনামূলক শব্দকে দেওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় স্থান অনুচ্ছেদ ৭১ এর দফা ৩ অধীনে, এই বিধান সাপেক্ষে সংবিধান, সংসদ আইন দ্বারা রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির "নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত বা সম্পর্কিত" যে কোনও বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এখানে শব্দগুলিও ৩২৭ অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দগুলির মতো। এবং বা সম্পর্কিত বিষয়গুলি কভার করার জন্য সমানভাবে প্রশস্ত

পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ের সাথে যুক্ত। অনুচ্ছেদ ৭১(৩) এর দ্বারা এটি প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে। সংসদ ভারতের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির অফিসের নির্বাচন সংক্রান্ত বা তার সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ সালের XXXI) প্রণয়ন করেছে। এই আইনের বিধানগুলিকে এক নজরে দেখলে বোঝা যাবে যে সংসদের দৃষ্টিতে এই আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বা তার সাথে সম্পর্কিত সন্দেহ এবং বিরোধগুলি তদন্ত এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরে সম্পন্ন হয়। এই আইনের ১৪ ধারার অধীনে, যা অনুরূপ. জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৮০ তে কোনো নির্বাচন, যার অর্থ রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ডাকা হবে না এই আইনের তৃতীয় খণ্ডের বিধান এবং এই আদালতের অধীনে এই আদালত কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে এই আদালতে উপস্থাপিত একটি নির্বাচনী পিটিশন ছাড়া। প্রশ্ন অনুচ্ছেদ ১৪৫, ধারা ১৮, যা একটি প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করার জন্য ভিত্তি স্থাপন করে, নিম্নরূপ চলে:

১৮. প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করার কারণ:- যদি সুপ্রিম কোর্টের মতামত হয়-

(ক) নির্বাচনে ঘুষ বা অযাচিত প্রভাবের অপরাধ প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীর দ্বারা বা প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীর যোগসাজশে কোনো ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়েছে; বা

(খ) নির্বাচনের ফলাফল বস্তুগতভাবে প্রভাবিত হয়েছে

(i) এই কারণে যে নির্বাচনে ঘুষ বা অযৌক্তিক প্রভাবের অপরাধ এমন কোন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়েছে যিনি প্রত্যাবর্তিত প্রার্থী নন বা তার যোগসাজশে কাজ করছেন এমন ব্যক্তি; বা

(ii) একটি ভোটের অনুপযুক্ত অভ্যর্থনা বা প্রত্যাখ্যান দ্বারা, বা

(iii) সংবিধানের বা এই আইনের বা এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি বা আদেশের বিধানগুলি না মেনে; বা

(গ) যে কোনো প্রার্থীর মনোনয়ন ভুলভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বা সফল প্রার্থীর মনোনয়ন বা অন্য কোনো প্রার্থীর মনোনয়ন

প্রত্যাহার না করে তার প্রার্থিতা ভুলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে;

সুপ্রিম কোর্ট প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যে, একটি নির্বাচনে ঘুষ এবং অযাচিত প্রভাবের অপরাধগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির (১৮৬০ সালের আইন XLV) অধ্যায় IX-ক-এর মতো একই অর্থ বহন করে।

ধারার ভাষা থেকে এটা বেশ স্পষ্ট যে কোন অনুপযুক্ত অভ্যর্থনা বা ভোট প্রত্যাখ্যান, বা সংবিধান বা আইনের বিধানাবলী বা আইনের অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা আদেশের অনুপযুক্ত গ্রহণযোগ্যতা বা অনুপযুক্ত গ্রহণযোগ্যতা বা মনোনয়নপত্র প্রত্যাখ্যান নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করা যেতে পারে। এর মানে হল যে সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সন্দেহ এবং বিরোধ এই আদালতে উপস্থাপিত একটি নির্বাচনী পিটিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হবে নির্বাচনের ব্যাপক অর্থে নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে।

উপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি আমাদের কাছে সংবিধানের অন্যান্য বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের কারণে বা তার সাথে সম্পর্কিত সন্দেহ বা বিরোধ যদি পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে এই আদালতে হাজির করা যেতে পারে তবে ধারণা করা যায় যে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। ' শব্দটি যা ৬২ অনুচ্ছেদের বাধ্যতামূলক বিধানগুলির সাথে অ-সম্মতি জড়িত থাকবে। নির্বাচনী আইন, ভারতীয় এবং ইংরেজির সুপরিচিত নীতি হল যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নয় এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে জনগণের সাধারণ স্বার্থের অবমাননা করার জন্য তার ব্যক্তিগত স্বার্থকে বায়ুপ্রবাহিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, যার জন্য নির্বাচনের প্রয়োজন সময়সূচী অনুযায়ী যেতে হবে। অতএব, এটি উভয়ই অনুচ্ছেদ ৬২ বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং ভাল বোধের সাথে ধরে রাখতে হবে যে ৭১ অনুচ্ছেদে "নির্বাচন" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থ নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এটিই সংসদ ৭১ অনুচ্ছেদের অর্থ বুঝতে পেরেছিল। রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৫২ থেকে স্পষ্ট। আবার এই আদালত ১৪৫ অনুচ্ছেদের অধীনে নিয়ম প্রণয়ন করেছে

পদ্ধতি এবং সেই বিধিগুলির পর্যালোচনা এও ইঙ্গিত করবে যে "একজন রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন থেকে বা তার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সন্দেহ এবং বিরোধ" সম্পূর্ণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরে আদালতের সামনে আনা উচিত, যে বলা হচ্ছে, একজন প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।

এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি আবেদনকারীরা সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য হয় এবং তারপরে নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করতে হয় তবে তারা দেখাতে হবে যে নির্বাচনের ফলাফল বস্তুগতভাবে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৫২-এর ধারা ১৮ দ্বারা প্রয়োজন হিসাবে প্রভাবিত হয়েছে। এটি যুক্তিযুক্ত যে এই অতিরিক্ত বোঝা বা কষ্টের কোন কারণ নেই, যা ৭১ অনুচ্ছেদের দ্বারা আরোপিত নয়, আবেদনকারীদের উপর স্থাপন করা উচিত। এই পিটিশন নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ধারা ১৮-এর এই প্রয়োজনীয়তার বৈধতা বা অন্যথায় কোন মতামত প্রকাশ করা আবশ্যক নয়। আর আমরা তা করি না। কিন্তু কথিত কষ্টের অভিযোগ এনে ধারা ১৮ অনুচ্ছেদ ৭১ প্রকৃত অর্থ এবং আমদানি পরিবর্তন করতে পারে না। আমাদের বিচার অনুচ্ছেদ ৭১ একটি নির্বাচন এবং শব্দ "নির্বাচন" ঘটছে অনুচ্ছেদ ৭১ মানে সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়া যা একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করার মাধ্যমে পরিনত হয় এবং এই ধরনের সম্পূর্ণ নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ে বা তার সাথে সম্পর্কিত সন্দেহ ও বিরোধ এই আদালতকে তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা সময়ের সাথে সাথে অবশ্যই অগত্যা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পরই নির্বাচন বলা হয়।

দ্বিতীয় পিটিশনে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী একটি অতিরিক্ত পয়েন্ট উত্থাপন করেছেন যে নির্বাচন কমিশন ৬ মে, ১৯৫৭ তারিখে নির্বাচন নির্ধারণ করে, কাংড়া এবং হিমাচল প্রদেশের মতো আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের তাদের অনুশীলন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করার অধিকার থেকে নির্বিচারে বঞ্চিত করেছে। সংসদের সদস্যপদ। এই যুক্তিটি তার যুক্তির উত্তরে অর্ধেক হৃদয় দিয়ে উত্থাপিত হয়েছিল এবং গুরুত্বের সাথে চাপ দেওয়া হয়নি। কোন ঘটনাতেই তিনি কোন যুক্তিযুক্ত যুক্তি দেখাননি যে কিভাবে আবেদনকারীকে আইনের সমান সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নির্বাচন হতে হবে অসংখ্য

নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন আসনে প্রকৃত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী এলাকা এবং বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকা যেখানে নির্বাচনী এলাকা অবস্থিত। অনুচ্ছেদ দ্বারা নিষিদ্ধ কোন বৈষম্য করা হয়েছে বলে ধরে রাখার জন্য কোন ভাল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ এ পর্যন্ত কথিত বৈষম্য, যদি থাকে, সংবিধানের সমান সুরক্ষা ধারা লঙ্ঘন করে বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ উত্থাপনের জন্য গণনা করা হবে, এটি সর্বোত্তমভাবে, সংবিধানের বিধানগুলির সাথে অসম্মতি হবে। যা সম্পূর্ণ নির্বাচনের সমাপ্তির পরে, রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৫২ এর ধারা ১৮ এর অধীনে একটি কারণ করা যেতে পারে বা নাও পারে এর জন্য নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলা হচ্ছে যে এই পর্যায়ে আমাদের কোনো চূড়ান্ত মতামত তৈরি করতে হবে না।

আমরা পক্ষগুলির মধ্যে কোন বিতর্কের যোগ্যতার উপর কোন মতামত প্রকাশ করি না, তবে, পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য, আমরা ধরে রাখি যে বর্তমান আবেদনগুলি অকাল এবং এই পর্যায়ে মনোরঞ্জন করা যাবে না। তাই, আমরা ১৯৫৭ সালের ৬৩ এবং ৬৪ নং পিটিশনগুলি খারিজ করি। ১৯৫৭ সালের সিভিল বিবিধ পিটিশন নং ৫৬৩ এবং ৫৬৪ও খারিজ হয়ে যাবে।।

পিটিশন খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।